খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস

কবি আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি

থিবো দুবের

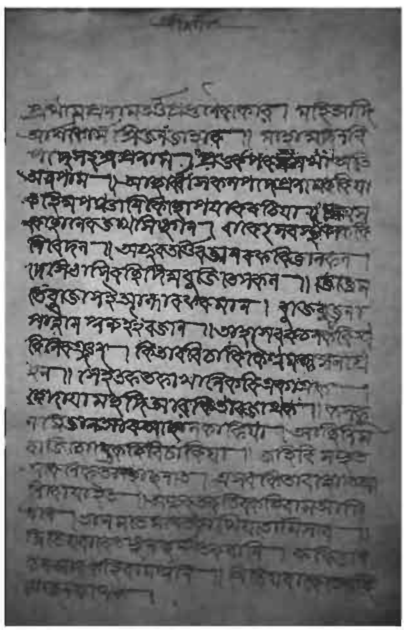

আলাওল-এর আখ্যানকাব্য ছয়ফলমুলুক-বদিউজ্জামাল
পাণ্ডুলিপির সূত্র: বা.এ.স.পু. নং : ১৬/আ১৬/সমু ৪

If one breaks it down, he will enjoy

The Poet Ālāol's Translation Technique

Thibaut d'Hubert

Abstract

The present article discusses how Ālāol, the famous poet of seventeenth-century Arakan, conceived of the task of translating Awadhi and Persian texts into the 'language of the payār meter', that is to say Bengali. After a brief introduction to the well known life and works of Ālāol, I highlight some features of the literary multilingualism prevalent during the poet's time in the kingdom of Arakan. Then, I proceed with an analysis of his discourse on 'translation' scrutinizing the terms and expressions he used to describe the process of textual transposition from one language to another. My comments attempt at providing a more detailed account of what is often called bhāvānuvāda by scholars of Bengali literature. What comes out of my observations is that Ālāol's dynamic approach to translation is grounded in reading practices evincing his familiarity with Sanskrit and Indo-Persian hermeneutic traditions. Translation implied an active intervention on the source text and, beyond the mere transmission of its meaning, further elaborations on its aesthetic content – all of which were conditioned by traditional textual hermeneutics. Finally, as an invitation to further reflection on the topic, I argue that this very specific approach to textual transposition was misunderstood and abandoned in modern times for the sake of different, and aesthetically less engaged, methods of translation.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করার সময়ে আমরা প্রায় লক্ষ্য করি যে, কবি বা লেখকরা অন্য ভাষার প্রাচীনতর আদর্শ পাঠ অবলম্বনে নিজের ভাষায় কাব্য বা গদ্য রচনা করেন।[১]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইতে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা পাওয়া যায়, কিন্তু অনুবাদ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষকদের তেমন কোনো চিন্তাভাবনার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না। নিশ্চয় কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—সৈয়দ আলী আহসানের আলাওল ও জায়সীর *পদ্মাবতী*র তুলনামূলক আলোচনা, অথবা ফ্রান্সের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়ার সংস্কৃত আর বাংলা রামায়ণ সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ।[২] উল্লেখ্য, শেষোক্ত অভিসন্দর্ভটি অবশ্য ফরাসি ভাষায় লেখা।

আমি এখানে যে প্রশ্ন করতে চাই, তা হচ্ছে—অনুবাদ সম্বন্ধে প্রাক-আধুনিক সময়ে, অর্থাৎ ১৮ শতকের শেষ পাদের আগেকার কবিদের বক্তব্য কি ছিল? অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁরা কি কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সচেতনভাবে মূলপাঠের হুবহু অর্থবহন করেছেন? তাঁদের রচনায় ভাবানুবাদ আর আক্ষরিক অনুবাদের বৈশিষ্ট্য কি রকম ছিল?

আমার গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—১৭ শতকে আরাকান রাজ্য এবং রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, বিশেষত আলাওলের কাব্যসমূহ।[৩] আলাওল অত্যন্ত সচেতন কবি-অনুবাদক ছিলেন বলে প্রাক-আধুনিক বাংলা অনুবাদতত্ত্ব জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর রচনাবলী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক বিবেচনা করি।

প্রথমে আরাকানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয় দেব। তারপরে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ দ্বারা পূর্বে আলোচিত আলাওলের জীবন ও রচনার ভূমিকা দিয়ে অনুবাদ সম্বন্ধে কবির নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণ করবো।

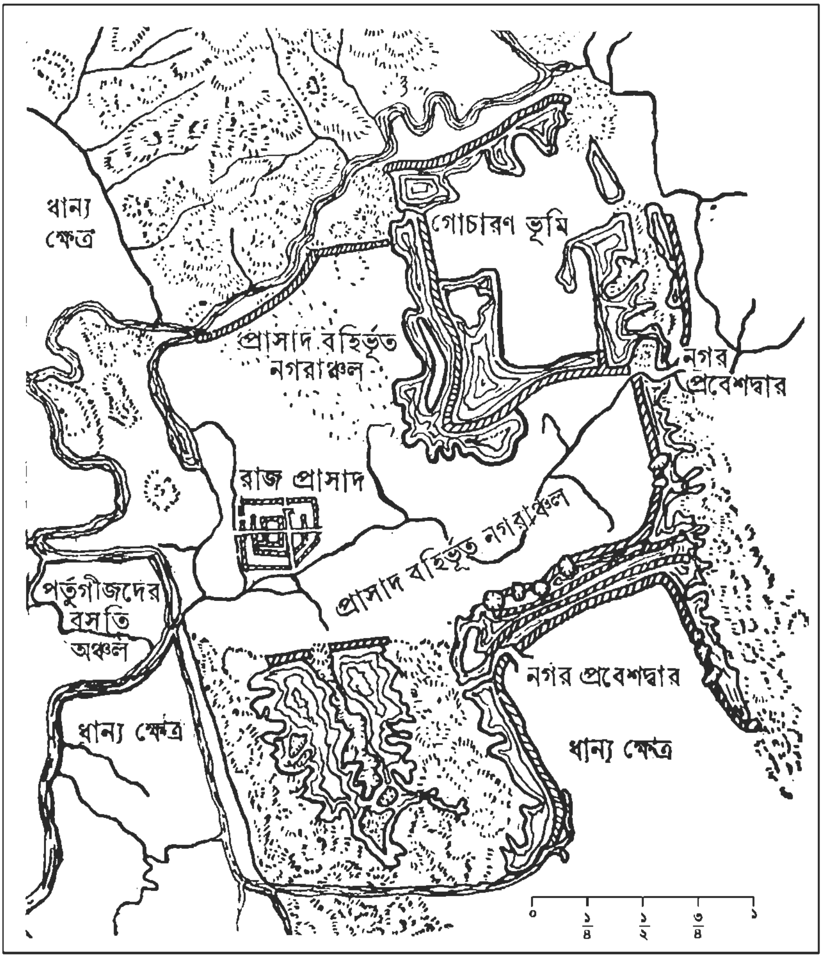

মানচিত্রে ম্রৌক-উ রোসাঙ্গ শহর, (চিত্রের উৎস: পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত)

আরাকান রাজ্য ও বাংলা সাহিত্য

ষোল শতকের শেষার্ধে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল।[৪] তখনকার রাজধানী ছিল ম্রৌক-উ[৫] এবং থেরাবাদ-বৌদ্ধ রাজাদের শাসনের ব্যাপ্তি উত্তরপশ্চিমে চট্টগ্রাম আর দক্ষিণপূর্বে বেসিন পর্যন্ত।[৬] রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরাকান ছিল বহির্মুখী ও বিশ্বজনীন।[৭] বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন বন্দর-শহরের মতো ম্রৌক-উতে বাণিজ্য ছিল স্থানীয় মুসলিমদের হাতে এবং তাঁরা প্রায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক যোগাযোগে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁরা খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং বৌদ্ধরাজাদের অধীনে আঞ্চলিক উচ্চ শ্রেণীতে পরিণত

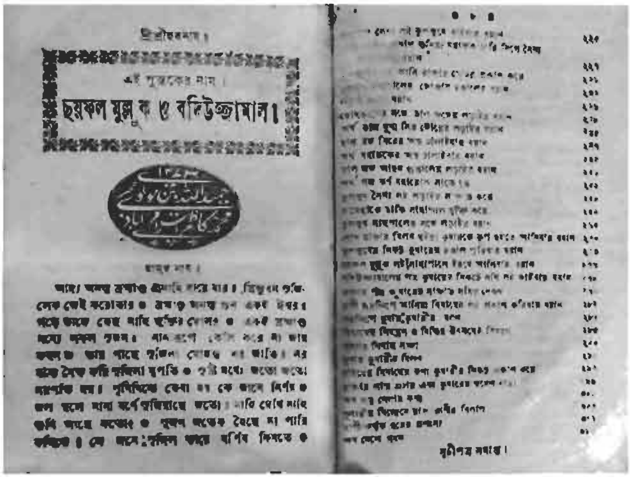

ছয়ফলমুলুক-বদিউজ্জামাল *কাব্যের মুদ্রিত পুথির আলোকচিত্র*
(সূত্র : বাংলা একাডেমী মু.পু./৩৪০)

হয়েছিলেন।[৮] এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটেছিল। ষোল শতকের চট্টগ্রামের সুফি লেখক সৈয়দ সুলতান আরাকান রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। সুতরাং আরাকান রাজ্য মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির স্থান বললে অসঙ্গত হবে না।[৯] সংক্ষেপে বলবো যে, আরাকানে বাংলা সাহিত্যের দুটো কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম আর ম্রৌক-উ।[১০]

চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয় ছিল গ্রামবাসীদের কাছে ইসলাম ধর্মের প্রচার।[১১] এ ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* এবং তাঁর মুরিদদের রচনাবলী এ ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১২]

রাজধানী ম্রৌক-উতে যে বাংলা সাহিত্যের নমুনা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এসেছে, ওটা চট্টগ্রামের সাহিত্যের থেকে পৃথক। এই পার্থক্যটা হচ্ছে রাজধানীর কবিরা সভাকবি ছিলেন এবং তাঁদের রচনায় সভাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপস্থিত; যেমন—রাজা, রাজ্য ও পৃষ্ঠপোষকের দীর্ঘ প্রশংসা এবং কবি ও সভাসদদের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের প্রশংসা করা। এই শহরের সাহিত্যেও লেখকদের উপরে সুফিবাদের প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু চট্টগ্রামের দেশি ফকিরিধারার বিপরীতে তাঁরা বিশিষ্ট সুফি সম্প্রদায়, যেমন—চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সভাকবি হিসেবে তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবান্বিত রূপক প্রেমকাহিনী লিখেছেন। চট্টগ্রাম লেখকদের মতো তাঁদের উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মের প্রচার ছিল না। তবে অনুবাদকর্মের মাধ্যেমে রাজধানীবাসী সমৃদ্ধ বাঙালি মুসলিমদের সংস্কৃতি ও আদব সংস্কার করা তাঁদের পরিকল্পনা ছিল।

আলাওল প্রসঙ্গ

আলাওল রোসাঙ্গের সাহিত্যমণ্ডলের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আধুনিক কালে প্রাপ্ত হাতে-লেখা পুথি আর বটতলায় সম্পাদিত বইয়ের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, আলাওল পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, একটি নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, আর কয়েকটি পদাবলী রচনা করেছেন।[১৩] উনি প্রথমে 'আওয়াধী'[১৪] আর পরবর্তীকালে 'ফার্সি' ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন।[১৫] মাঝেমধ্যে তাঁর অনূদিত কাব্যে মৌলিক উপাখ্যানও সংযুক্ত হয়েছে।

আলাওল মূলত ফতেহাবাদ রাজ্যের—আধুনিক ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তখনকার স্থানীয় অধিপতির মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। একদিন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে তাঁর বাবার সঙ্গে নৌকায় ভ্রমণ করার সময় রোসাঙ্গের ফিরিঙ্গিরা তাঁদের আক্রমণ করে এবং আলাওলের পিতা ফিরিঙ্গিদের হাতে হত্যার শিকার হন। আর আলাওল নিজে বন্দী অবস্থায় রোসাঙ্গে পৌঁছে রাজ-অশ্বারোহী হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু আলাওল যে শুধু অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিলেন, তা নয়, তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যও প্রদর্শন করতেন। এ কারণে রোসাঙ্গের মুসলিমেরা তাঁকে বৌদ্ধ রাজের মুসলিম মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের সভায় নিয়ে যান। মাগনের সভাসদ্ হয়ে ১৬৫১ সালের দিকে আলাওল তাঁর আদেশে মুহম্মদ জায়সীর 'আওয়াধী' ভাষায় রচিত

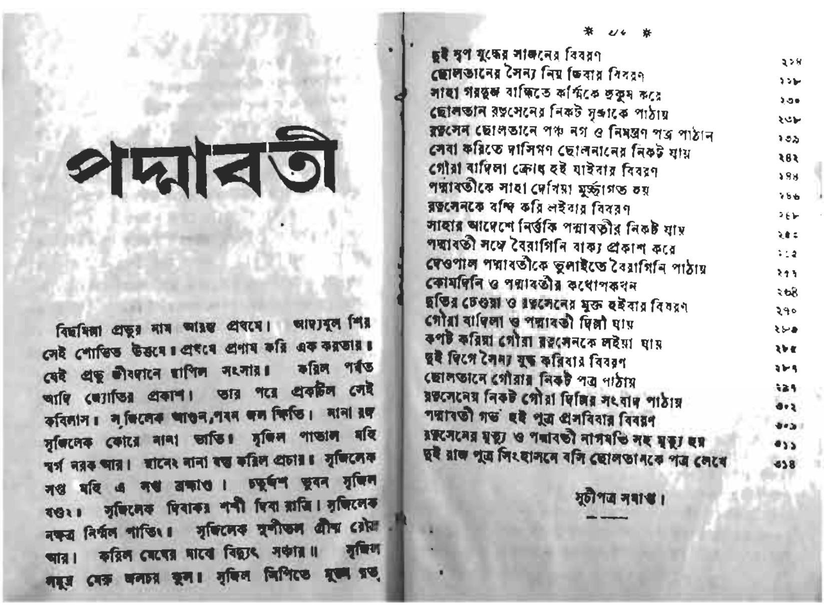

পদ্মাবতী

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে। আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তমে। প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার। করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ। তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস। সৃজিলেক আগুন, পবন জল ক্ষিতি। নানা রঙ্গ সৃজিলেক কোরে নানা জাতি। সৃজিল পাতাল মহি স্বর্গ নরক আর। স্থানেং নানা বস্তু করিল প্রচার। সৃজিলেক সপ্ত মহি এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড। চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড২। সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাত্রি। সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাতিং। সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর। করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥ সৃজিল সমুদ্র মেরু জলচর কুল। সৃজিল সিপিতে মুক্তা প্রভু

* ৫৮ *

দুই দূপ যুদ্ধের সাজনের বিবরণ	২১৪
ছোলতানের সৈন্য নিয় ফিরার বিবরণ	২২৮
সাহা গরুড়ুজ বান্ধিতে কার্মিকে হুকুম করে	২৩০
ছোলতান রত্নসেনের নিকট দূতকে পাঠায়	২৩৮
রত্নসেন ছোলতানে পঞ্চ নগ ও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান	২৩৯
সেবা করিতে দাসিগণ ছোলতানের নিকট যায়	২৪২
গোরা বাদিলা ক্রোধ হই যাইবার বিবরণ	২৪৪
পদ্মাবতীকে সাহা দেখিয়া মুর্চ্ছাগত হয়	[illegible]
রত্নসেনকে বন্দি করি লইবার বিবরণ	[illegible]
সাহার আদেশে নির্ত্তকি পদ্মাবতীর নিকট যায়	[illegible]
পদ্মাবতী সঙ্গে বৈরাগিনি বাক্য প্রকাশ করে	[illegible]
দেওপাল পদ্মাবতীকে ভুলাইতে বৈরাগিনি পাঠায়	[illegible]
কোমদিনি ও পদ্মাবতীর কথোপকথন	২৬৪
ছুটির চেষ্টা ও রত্নসেনের মুক্ত হইবার বিবরণ	২৭০
গোরা বাদিলা ও পদ্মাবতী দিল্লী যায়	২৮০
কপট করিয়া গোরা রত্নসেনকে লইয়া যায়	২৮৫
দুই দিগে সৈন্য যুদ্ধ করিবার বিবরণ	২৮৭
ছোলতানে গোরার নিকট পত্র পাঠায়	২৯৭
রত্নসেনের নিকট গোরা দিল্লির সংবাদ পাঠায়	৩০২
পদ্মাবতী গর্ভে দুই পুত্র প্রসবিবার বিবরণ	৩০৯
রত্নসেনের মৃত্যু ও পদ্মাবতী নাগমতি সহ মৃত্যু হয়	৩১১
দুই রাজ পুত্র সিংহাসনে বসি ছোলতানকে পত্র লেখে	৩১৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির ১ম পৃষ্ঠা
(সূত্র: বাংলাএকাডেমী মু.পু./৩৪৩)

সুফি প্রেমকাহিনী *পদ্মাবৎ* দেশিভাষায়, অর্থাৎ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাজমন্ত্রীর অনুরোধে আলাওল অন্য পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থ লেখেন। উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ সালে মুঘল শাহজাদা সুজা রোসাঙ্গে পলায়ন করার পরে আলাওল আওয়াধী ভাষা ছেড়ে কেবল ফার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। এই রাজনৈতিক বিভ্রাটের কারণে স্থানীয় আরাকানি প্রশাসন দেশি আর বিদেশি মুসলিমদের প্রতি সন্দিহান হতে লাগল, সুতরাং পূর্বের সামাজিক ও ধর্মীয় ভারসাম্যের ক্ষতি হয়েছিল।

আলাওলের সাহিত্যচর্চায় ফার্সি ভাষার প্রাধান্য দেয়ার ঘটনাটি স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ থেকে বাঙালি মুসলিমদের তফাতে থাকার চেষ্টা বলে বিবেচনা করা অযৌক্তিক হবে না। আলাওল তাঁর শেষের কাব্য ১৬৭১ সালে মজলিস নবরাজের আদেশে রচনা করেছিলেন। কাব্যটা ছিল বারো শতকের ফার্সি কবি নিজামী গঞ্জবীর *সিকান্দারনামা*-র বঙ্গানুবাদ।

রোসাঙ্গের সাহিত্যিক সভামণ্ডল ও অনুবাদকর্ম

আলাওলের অনুবাদপদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝবার জন্য, তখনকার সামাজিক পরিবেশ ও আসরে পাঁচালি কাব্য সাধনার রীতি নির্ণয় করা দরকার। আলাওল নিজের কাব্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যে, রোসাঙ্গের সভার রূপের সঙ্গে ফার্সি মজলিস-এর অনেক মিল ছিল। ফার্সি মজলিসের একটা বৈশিষ্ট্য হলো—কাব্যে বচন বা সুখন-এর প্রধানতা। নিজামী তাঁর বিভিন্ন *মসনবীতে* বচনের প্রশংসা রচনা করেছেন। যদিও *মসনবী* বর্ণনামূলক ধরণের কাব্য, প্লট আর বর্ণনার পাশে শ্রোতারা প্রতি পংক্তির শব্দগুলোর বিশেষ ব্যবহার এবং অর্থ আর শব্দ অলংকারের নিপুণ প্রয়োগের মূলায়ন ও উপভোগ করতে সক্ষম হতেন। সুতরাং কাব্য সুদীর্ঘ হলেও তার কাব্যিক ঘনত্ব (poetic density) কোনো প্রকারে উপেক্ষিত হয় নি। উপমহাদেশে *মসনবী* বর্ণনামূলক কাব্যের অর্থগ্রহণ প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই ফার্সি ভাষায় রচিত অসংখ্য হাশিয়া বা মূলপাঠের প্রান্তে লেখা বৈচিত্র্যময় টীকা সমূহে।[১৬] নিঃসন্দেহে আলাওল নিজে এ ধরনের হাশিয়াযুক্ত *সিকান্দারনামা, হপ্ত পয়কর* ও *তোহফা* তাঁর উস্তাদের কাছে পড়েছিলেন। ফলে আলাওলের কাব্যে *পাঁচালি* নাট্যগীতির রীতির অতিরিক্ত ছিল কবিত্বের বিষয়ে তর্ক ও বিবেচনা। আলাওলের কাব্যে কাহিনীর প্রসঙ্গের চেয়ে কবির দক্ষতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ব্যাপ্তিকে আরো গুরুত্ব দেয়া হলো। সভাসদেরা ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, হিন্দুস্তানি, বাংলা ও মগ আরাকানের স্থানীয় ভাষা।

অন্য একটা উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে যে, চট্টগ্রাম এলাকার সমসাময়িক কবিদের মতো সভাকবি আলাওল বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করা অবৈধ ও খোদার কাছে ক্ষমার

ফার্সি কবি নিজামী গঞ্জবীর সিকান্দারনামা
(সূত্র: ইন্টারনেট)

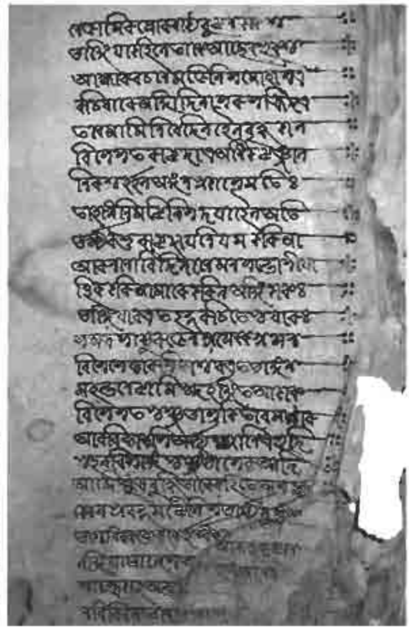

আলাওলের সিকান্দারনামা কাব্যের পাণ্ডুলিপি
(সূত্র: বাএ)

প্রার্থনাযোগ্য ব্যাপার বলে মনে করেন নি।[১৭] তবুও সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতের বিরুদ্ধে আমি বলবো—আলাওলের কাব্যগুলো সেক্যুলার নয়, বরং ধর্মভিত্তিক।[১৮] কিন্তু পূর্ববর্তী আর সমকালীন হিন্দু ও মুসলিম বাংলা কবিদের চেয়ে তাঁর সামাজিক পরিবেশ ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণা আলাদা ছিল। বহির্মুখী আরাকান রাজ্যের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যে দেশি ভাষার ব্যবহার তাদের পরিচয়-পরিচিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাছাড়া আমরা দেখব, আলাওলের মতে দেশি ভাষার মাধ্যমেই ভিন্ন ভাষায় রচিত পাঠের সাহিত্যিক রস পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব। কবিত্বের বিষয়ে আলাওলের বক্তব্য পড়ে মনে হয়, ভাষাগুলোর মধ্যে মান-মর্যাদার কোনো ব্যবধানের প্রশ্ন ছিল না। সংস্কৃত, ফার্সি বা বাংলা কবিরা সবাই একই কাব্যনিধি থেকে সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করার ক্ষমতা উপার্জন করেছেন। তিনি বলেন,

কবি শক্তি বিধাতার রত্নের ভাণ্ডার।
সকলেরে সমান না দিছে করতার ॥

অন্যত্র বলেন যে, উপরোক্ত কাব্যের ভাণ্ডারের দুটো বৈশিষ্ট্য থাকে:

১. প্রথমে যদিও পূর্বকালের কবিরা এ ভাণ্ডার থেকে প্রচুর রত্ন অর্থাৎ রসযুক্ত কাব্য সংগ্রহ করেছেন, তবুও তার অলৌকিক স্বরূপের কারণে এ সাহিত্যভাণ্ডার

একেবারে কমে যায় নি। এ সম্পর্কে আলাওল *পদ্মাবতী*-তে বলেন[১৯]:

কাব্যরত্ন লুটিল যথেক অগ্রগামী।
পৃষ্ঠগামী হৈয়া তথা কি পাইব আমি ॥
তবে সে প্রভুর ভাণ্ডার নহে উন।
যত টুটে তত বাড়ে এই মহাগুণ ॥

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—প্রতিভার ভাণ্ডার কবির হৃদয়ে থাকে। আবার লক্ষ্য করা যায়—কবিত্ব একটা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার ফল। এ নিয়ে স্মর্তব্য যে, সুফিবাদে হৃদয়ের উপরে ধ্যান ঈশ্বরের স্বরূপ পাওয়ার পরম পদ্ধতি।[২০]

আসলে আলাওল প্রতিভার ক্রিয়ার ব্যাখ্যা তখনকার সংস্কৃত ও ফার্সি সাহিত্যিক ঐতিহ্য অবলম্বনে রেখে তৈরি করেছেন। সংক্ষেপে বলতে পারি, আলাওলের ব্যুৎপত্তির ভিত্তি সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, ফার্সি মসনবীর ভূমিকার শিক্ষা ও উপদেশমূলক মন্তব্য এবং উপরিউক্ত ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যা।[২১]

সাহিত্যিক অনুবাদের ক্ষেত্রে কবির এমন উপদেশমূলক মন্তব্য অতি মূল্যবান। তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন, সব কবির প্রতিভার উৎস এক এবং অনুবাদ করার সময়ও এই প্রতিভা দরকার। সুতরাং, আধুনিক অনুবাদতত্ত্বের পরিভাষায়, আলাওলের অনুবাদ *ক্রিয়াশীল* বা *ডাইনামিক* বলা যেতে পারে।

একদিকে গবেষকরা যাঁরা লিখেছেন যে, তাঁর কাব্যগুলো প্রধানত ভাবানুবাদ তাঁরা অনুবাদের ক্রিয়াশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে এমন বক্তব্য করেছেন। কিন্তু ভাবানুবাদ বললে কবির রচনার বৈচিত্র্য বোঝা যায় না বলে মনে করি।

এখন আমরা দেখবো—আলাওল কিভাবে অনুবাদের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এ থেকে অনুবাদক হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল, তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করবো। আমরা দেখবো অনুবাদের চর্চার মধ্যদিয়ে আলাওল সাহিত্যতত্ত্ব আর বহুভাষিক কাব্যাঙ্গনে দেশি কবির স্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন।

অনুবাদপদ্ধতি—অর্থ বহন করা ও ক্রিয়াশীল অনুবাদ

আমরা আগে বলেছি, কাব্য রচনা আর অনুবাদকর্ম নিয়ে আলাওল অনেক মন্তব্য করেছেন। আলাওলের কথায় অনুবাদের তিনটে স্তর আছে—

১. ভিন্ন ভাষায় মূলপাঠের অর্থ বোঝা

২. রস নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে মূলকাব্যের রূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা

৩. নির্ণিত রস পুনরায় বহন করার জন্য বাংলা ভাষায় নতুন সাহিত্য ভাজন, অর্থাৎ পাঁচালি কাব্য রচনা করা—যাতে সভাসদরা পূর্ণভাবে রস উপভোগ করতে পারে।

আলাওলের এ অনুবাদক্রিয়াটি বিভিন্ন উপলক্ষে স্পষ্টভাবে তাঁর পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে বুঝিয়েছেন, যেমন—ফার্সি ভাষা থেকে অনূদিত *সপ্ত পয়কর* ও

সিকান্দারনামা কাব্যের ভূমিকায় যথাক্রমে তিনি জানিয়েছেন[২২]—

১
তবে মোরে আদেশিল হাসিতে হাসিতে।
যত্ন করি এই কথা পয়ারে রচিতে ॥
পারশ্য আরবি ভাষে বএআত[২৩] ছন্দ।
বিশেষ নিজামী বাক্য সদগুণ[২৪] প্রবন্ধ ॥
এই গ্রন্থ মাঝে আর যত ইতিহাস।
পয়ার প্রবন্ধে তাকে করহ প্রকাশ ॥

২
নিজামী ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ।
ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস ॥

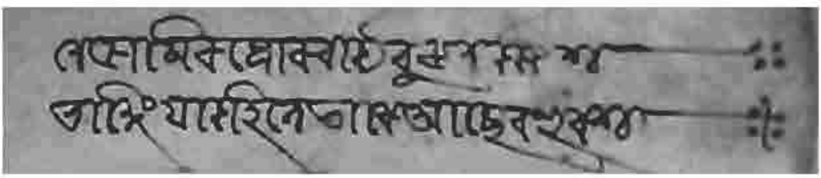

আলাওল রচিত সিকান্দারনামা কাব্যে অনুবাদ সম্পর্কিত কথার লিপিকারকৃত হস্তলিপি
(এখানে একটি পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: 'তাহে'-এর পরিবর্তে এখানে 'তারে' লিপিবদ্ধ হয়েছে)

প্রথম উদ্ধৃতিতে পৃষ্ঠপোষকের আদেশের বাক্য বিন্যাস লক্ষণীয়। প্রথমে যে কাহিনী আলাওল আদেশকারীর কাছে বলেছেন, ওটা একটা *পয়ার প্রবন্ধে*, অর্থাৎ পয়ার ছন্দে রচিত বাংলা পাঁচালিতে তিনি নতুন করে কাব্য সৃষ্টি করবেন। তারপর তিনি বলেন—ফার্সি ও আরবি ভাষার ছন্দের নাম *বয়েত* এবং কবি নিজামী ফার্সি কবিদের মধ্যে দক্ষ ও প্রতিভাবান। উল্লেখযোগ্য যে আলাওল অল্প কয়েকটি পংক্তির মধ্যে দুইবার কাব্য বলতে *প্রবন্ধ* শব্দ ব্যবহার করেছেন। সংগীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে *প্রবন্ধ* শব্দের অনেক অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু *প্রবন্ধের* আসল অর্থ হচ্ছে—যেটা একসাথে বাঁধা হয়েছিল। সুতরাং বাংলা ভাষার কবি আলাওল এখানে সম্ভবত আরবি-ফার্সি *নযম* শব্দ অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। *নযম* মানে হারের মুক্তাশ্রেণীর মতো কাব্যের পংক্তিগুলো একসাথে গাঁথা।[২৫] অন্যত্র আলাওল কবিত্বের উপাদানের তালিকা করে সর্ব-অর্থ-গাঁথনি উল্লেখ করেন।[২৬] এই পারিভাষিক শব্দ তখনকার *প্রবন্ধ* রচনার প্রক্রিয়ার ধারণা আরো স্পষ্টভাবে বোঝায়। লক্ষ করার বিষয় যে, আলাওলের এই সাহিত্যিক পরিভাষার মধ্যে অনুবাদকর্মের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় উদাহরণে সংক্ষিপ্তভাবে আলাওল তাঁর অনুবাদতত্ত্বের সারাংশ প্রদর্শন করেন। অনুবাদের তিনটে ক্রিয়া উল্লেখ করেন।

১. বুঝন—অর্থাৎ মূল পাঠের ভাষার বাচ্যার্থ বোঝা

২. ভাঙন—অর্থাৎ বাচ্যার্থ থেকে কাব্যের আন্তরিক ভাব ব্যাখ্যা করা

৩. কহন—এই সাহিত্যিক ভাব অনুভব করে পাঠক বা দেশি শ্রোতাদের সন্তোষের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় পাঁচালি রচনা করা।

আলাওলের মতে, সাহিত্যিক অনুবাদ করতে গিয়ে কবি-অনুবাদককে দুটো প্রধান তথ্যের উপরে নজর রাখা আবশ্যক। মূলপাঠের রূপ, বিশেষত ছন্দ আর রসের নির্ণয়। কাব্যের বাহ্যিক রূপ সম্বন্ধে তিনি বেশির ভাগ সময় *বাংলা ভাষা* শব্দটি ব্যবহার করেন না, বরং তিনি *পয়ার প্রবন্ধ* বলেন। তাঁর কাছে অনুবাদকর্ম শুধু একটা ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় কাব্য রচনা করার ব্যাপার নয়, আসলে বিদেশি সাহিত্যক রূপের ভাবটাকে দেশি পাঁচালির মাধ্যমে রূপান্তর করা। এই সূক্ষ্ম অনুবাদসাহিত্য-তত্ত্বের ফলে বাংলা ভাষা ও ফার্সি ভাষার কাব্যের সৌন্দর্য বহনের ক্ষমতা সমান বলে বিবেচনা করা যায়। অনুবাদ করতে গিয়ে নিজেকে একটা কবির পরম্পরার মধ্যে স্থান দেয়া আলাওলের ইচ্ছা ছিল। আলাওলের কাব্য বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অনুবাদ শব্দটা যথার্থ। অনুবাদ মানে—যে বচন অন্য কারো বচনের পরে আসে, আর সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের অর্থ—ঠিক ভাষান্তর নয়, দৃষ্টান্তমূলক ব্যাখ্যা।[২৭]

আলাওল শুধু ভাষান্তর করেন, একই সাথে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের বচন বিস্তার করতেও প্রয়াসী ছিলেন। তিনি তাঁর এই ধারণাটি জায়সীর কথার অনুসারে *পদ্মাবতী* কাব্যে প্রকাশ করেন।

অবধী কবি জায়সী বলেন[২৮] —

কবি বিআস রস কঁবলা পূরী। দূরহি নিঅর নিঅর ভা দূরী।
নিঅরহি দূরি ফূল সঁগ কাঁটা। দূরি জো নিঅরেঁ জস গুর চাঁটা।
ভঁবর আই বনখণ্ড হুতি লেহিঁ কঁবল কে বাস।
দাদুর বাস ন পাবহিঁ ভলেহিঁ জে আছহিঁ পাস ॥২৪॥[২৯]

আলাওল অনুবাদ করেন[৩০] —

কাব্যকথা কমল সুগন্ধি ভরিপূর।
দূরেত নিকট ভাব নিকটেত দূর ॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেত কণ্টিকা।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা ॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ।
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥
এহি সূত্রে কবি মহম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি ॥

দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে নিজ কক্ষে গবেষণারত আলাওল-সাহিত্যবিশেষজ্ঞ থিবো দুবের

যদিও আলাওল ভাবানুবাদ ও নিজের সৃজনশীলতার কারণ পাঠকদের বোঝাতে চান, তবুও জায়সীর কথা আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেছেন। তার মানে হচ্ছে—ভাবানুবাদ হলেও আক্ষরিক অনুবাদ অনুপস্থিত নয়। আসলে, আলাওলের কাব্যে আক্ষরিক অনুবাদ ভাবানুবাদের ভিত্তি। এই উদাহরণে দেখি—অনুবাদক হিসেবে আলাওল শুধু শেষের চরণ দুটো সংযোজন করেছেন। সংক্ষেপে জায়সীর মন্তব্য রসজ্ঞতা সম্বন্ধে। আওয়াধী কবি বলেন—মূর্খ পাঠক যদি কাব্য পড়ার পরও কিছু না বোঝে, সাহিত্যিক রস পাবে না, কেবল বিদগ্ধ সহৃদয়ই রসটা উপলব্ধি করবে। আলাওলের অতিরিক্ত পংক্তি থেকে বোঝা যায় যে, অনুবাদক হওয়ার জন্য বিদগ্ধ সহৃদয় হওয়া দরকার, তাহলে মূলপাঠের সূক্ষ্ম অর্থের অভিজ্ঞতা থেকে অনুবাদকের নিজের সৃজনশীলতা মুক্তভাবে বিকশিত হয়। এ কারণে আমরা বলতে পারি—আলাওলের অনুবাদপদ্ধতি ব্যাখ্যাত্মক; অনূদিত কাব্যে মূলপাঠের ভাব সঠিকভাবে বহন না করলে নিজের মনের উক্তি প্রকাশ করা অনুচিত। এই কারণে, আলাওল বলেন *স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি*, অর্থাৎ সুযোগ পেলে বা দরকার হলে মূলপাঠ থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করবো। সুতরাং আক্ষরিক অনুবাদের পাশে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও উপাখ্যানের সংযোজন থাকে। এ দুটো ব্যাখ্যাত্মক উপকরণ মূলপাঠের অর্থ উদ্দীপনের জন্য কবি-অনুবাদক সংযোগ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোল ও সতেরো শতাব্দী হলো সচেতনতার যুগ। আমরা দেখি, তখন বিশেষত বৈষ্ণব আর মুসলিম লেখকরা কোনো কোনো পাঠে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিজস্ব মন্তব্য দিতে শুরু করেন। এর আগে পাঁচালির গায়েন আর কবির মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। আসলে, কবি ছিল একরকম আদি গায়েন এবং সে ছিল প্রায় নামহীন।[৩১] লেখক হিসেবে কোনো বক্তব্য দেয়ার

দরকার ছিল না, কারণ আসরে কাব্যের পরিবেশনই সাহিত্যের পরম উদ্দেশ্য ছিল। এই সাধনাকেন্দ্রিক সাহিত্য ষোল শতকের পরে আজ পর্যন্ত কিচ্ছাগান (পালাগান) ও জারিগানের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু পাশাপাশি অন্য সাহিত্যচর্চার ধারা উৎপন্ন হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে এবং অন্য ভাষার সাহিত্যের প্রভাবে আলাওলের মতো কোনো কোনো কবির চেতনার মধ্যে প্রবল বিবর্তন ঘটেছিল। কবি নিজের অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, যাতে পাঠক সঠিকভাবে কাব্যের রচনাশৈলী মূল্যায়ন করতে পারে। যে তথ্য তার রচনা সম্বন্ধে কবি নিজে দিয়েছেন, তা আধুনিক গবেষক ও পাঠকদের কাছেও অতি মূল্যবান।

এভাবে প্রাচীন সাহিত্য যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। না হলে আমরা কেবল আমাদের আধুনিক চিন্তাভাবনা অতীতের ওপর আরোপ করতে থাকব। আলাওল সতেরো শতাব্দীর একটি বিশেষ ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদের প্রবণতার প্রতিনিধি– পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনাকেন্দ্রিক অনুবাদের পরে এবং ঔপনিবেশিক কালের অনুবাদরীতির আগে, যখন মিশনারি আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাগিদে ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদকে আর মূল্য দেওয়া হয় নি। এই প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ ধরণের সৃজনশীল সহৃদয়তার বিকাশ আজ বিলুপ্তি দেখতে পাই।

তথ্যনির্দেশ

১ এ ক্ষেত্রে সতেরো শতেকের ফরাসি ধ্রুপদী সাহিত্যিক রুচির ক্রমবিকাশে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি আগ্রহোদ্দীপক গবেষণামূলক বই দ্রষ্টব্য - Roger Zuber, Les *"belles infidèles" et la formation du goût classique. Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac.* (Paris: A. Colin, 1968). এ বই নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রঃ Carlo François, The French Review 42, no. 5 (April 1, 1969): 777–778. বলা বাহুল্য, ১৭ শতকের ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমকালীন বাংলাদেশের পরিবেশের থেকে আলাদা ছিল, কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের সমীক্ষার প্রণালীর ক্ষেত্রে জুবের-এর আলোচনা আজ পর্যন্ত আদর্শনীয়।

২ Philippe Benoît, "Le Rāmāyṇa de (x2) Vālmīki et le Rāmāyṇa de Kṛttibas. Recherches comparatives en littératures sanskrite et bengalie" (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 1994).

৩ Thibaut d'Hubert and Jacques P. Leider, "Traderts and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan," in Pelagic Passageways: Dynamic Flows in the Northern Bay of Bengal World Before the Appearance of Nation States, ed. Rila Mukherjee (New Delhi: Primus Books, 2011), 345–379; Thibaut d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan" (École Pratique des Hautes Études, 2010); d'Hubert, Thibaut and Womser, Paul, "Représentations du monde dans le Golfe du Bengale au XVIIe siècle: Ālāol et Rānīrī ," *Archipel* 76 (2008): 15–35.

৪ D'hubert and Leider, "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan,"; Stephan Van Galen, "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D." (Leiden University, 2008); Michael W. Charney, "Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Changes and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modern Arakan, 15th-19th Centuries" (University of Michigan, 1999).

৫ বাংলায় রোসাঙ্গ নামে পরিচিত।

৬ Jacques Leider, "On Arakanese Territorial Expansion: Origin, Context, Means and Practice," *in The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* ed. Jos Gommans and Jacques P. Leider (Amsterdam; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; KITLV Press, 2002), 127–150.

৭ Sanjay Subrahmanyam, "And a River Runs through it: The Mrauk-U Kingdom and its Bay of Bengal Context," in *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* ed. Jacques P. Leider and Jos Gommans (Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002), 107–126; d'Hubert and Leider, "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan."

৮ d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 99–127.

৯ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয়ের বিবাদে, আমার মতে, অধ্যাপিকা রাজিয়া সুলতানা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদি মুহম্মদ সগীর প্রাচীনতম মুসলিম বাংলা কবি না হয়, তখন আরাকান আমলের কবিরাই মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাবক।
রাজিয়া সুলতানা, "শাহ্ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণায়ের সমস্যা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বর্ষ ৩০, নং ১ (১৩৯৩): ৭১-৮৮।

১০ আরাকানের ঐতিহ্যগত ভৌগলিক বিভাগকরণের বিষয়ে দ্রষ্টব্য - Van Galen, "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D.," 14–32.

১১ Ayesha Irani, "Sacred Biography, Translation, and Conversion: The Nabīvamśa a of Saiyad Sultān and the Making of Bengali Islam, 1600–present" (University of Pennsylvania, 2011); আহমদ শরীফ, "সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ," *আহমদ শরীফ রচনাবলী,* ২য় খণ্ড সম্পা. আহমদ কবির, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬), ১-২৩৮।

১২ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* ২য় খণ্ড (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮) ৩৫৪-৩৬১; d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction." 28.

[১৩] দ্রষ্টব্য– আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭)।

[১৪] অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের ভাষা।

দ্রষ্টব্য– মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১)।

[১৫] অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১); *পদ্মাবতী সমীক্ষা* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮); Ghoshal, *Satyendranath, Beginning of Secular Romance in Bengali Literature,* vol. IX, Visva-Bharati Annals (Santiniketan: Visva-Bharati, 1959).

[১৬] এ ধরনের ফার্সি টীকা ও সংস্কৃত টীকার সঙ্গে অনেক মিল আছে। বেশির ভাগ সময় প্রত্যেক পংক্তির উপরে টীকাকার অভিধান উল্লেখ করে কঠিন শব্দগুলোর অর্থ দিতেন, তারপর গদ্যে পংক্তির সাধারণ অর্থ দিতেন এবং শেষে তাৎপর্যার্থ আর পাঠান্তর জোগাড় করতেন। আমার জানা মতে, এ গুরুত্বপূর্ণ প্রথা নিয়ে কোনো গবেষণা করা হয় নি। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য– Gary A. Tubb, *Scholastic Sanskrit: a Handbook for Students* (New York : American Institute of Buddhist Studies, 2007).

[১৭] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০), ৬২।

[১৮] Ghoshal, Satyendranath, *Beginning of Secular Romance in Bengali Literature,* 1–2.

[১৯] আলাওল, *পদ্মাবতী*, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২), ২২।

[২০] "In *Yoga Kalandar* and similar texts of Bengali Islamic yoga, we find, however, both a shift from the head to the heart and a disruption of the verticality of the *cakra/maqam* hierarchy." Shaman Hatley, "Mapping the Esoteric Body in the Islamic Yoga of Bengal," *History of Religions* 46, no. 4 (2007): 357.

[২১] আমি অন্যত্র পুংখানুপুংখভাবে আলাওলের ব্যুৎপত্তির উৎস বিশ্লেষণ করেছি। দ্রষ্টব্য– d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siècle a Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 196-281.

[২২] আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, ২০১, ৩১৪।

[২৩] সম্পাদিত পাঠে– *এতেরাজ*। আমি বাংলা একাডেমী আলোকচিত্র পুং নং ৪, পাতা ৮ক-এর পাঠ গ্রহণ করেছি।

[২৪] সম্পাদিত পাঠে– সাগরে। ঐ ।

[২৫] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯)।

[২৬] আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, ১৪৯।

২৭ সংস্কৃতভাষী লেখকরা মাঝেমধ্যে অনুবাদ শব্দটি প্রায় আধুনিক অর্থে ব্যবহার করত, যেমন –যচ্চৈকান্তসুবোধম অর্থঘটনাপ্রত্যগ্রসম্পাদকম। ব্যাখ্যানে ন চ কিন্তু সংস্কৃতগিরা তস্যানুবাদঃ কৃতঃ ।। দ্রষ্টব্য– Diwakar Acharya, "A Brief Note on Harṣapāla's Commentary on the Prakrit Kāvya Setubandha," *Newsletter of the NGMCP* no. 2 (2006): 2–4. এই তথ্যের জন্য আমি Andrew Olett-এর প্রতি ঋণী। সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাবেন এই প্রবন্ধে – Sheldon Pollock, "Philology, Literature, Translation," in *Translating, Translations, Translators, from India to the West,* ed. Enrica Garzilli, vol. 1, Harvard Oriental Series Opera Minor (Cambridge, Mass., 1996), 111–127.

২৮ মুহম্মদ জায়সী, *পদুমাবৎ*, মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত (ইল্লাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার, ১৯৭৩).

২৯ আসলে এই চৌপাঈয়ের অংশ আর দোহা একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ। সংস্কৃতে কাশ্মিরী লেখক বল্লভদেবের *সুভাষিতাবলী* গ্রন্থে আর আনন্দধরের *মাধবানলোপাখ্যানে* প্রবাদটা আমরা পাই, এবং হিন্দীতে কবি আলম উক্ত উপাখ্যানটিকে অনুবাদ করতে গিয়ে শ্লোকটা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য– d'hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 364.

৩০ আলাওল, *পদ্মাবতী*, ২৮।

৩১ Edward C Dimock and Tony K. Stewart, "Kṛttibāsa's Apophatic Critique of Rāma's Kingship," in *Questioning Rāmāyaṇas: a South Asian Tradition,* ed. Paula Richman (University of California Press, 2001), 243–264.

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

Acharya, Diwakar. "A Brief Note on Harṣapāla's Commentary on the Prakrit Kāvya Setubandha." *Newsletter of the NGMCP* no. 2. 2006.

Benoît, Philippe. "Le Rāmāyṇa de Vālmīki et le Rāmāyṇa de Kṛttibas. Recherches comparatives en littératures sanskrite et bengalie." Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 1994.

Charney, Michael W. "Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Changes and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modern Arakan, 15th-19th Centuries." University of Michigan, 1999.

Dimock, Edward C, and Tony K. Stewart. "Kṛttibāsa's Apophatic Critique of Rāma's Kingship," in *Questioning Rāmāyaṇ as: a South Asian Tradition,* ed. Paula Richman. University of California Press, 2001,

Van Galen, Stephan. "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D." Leiden University, 2008.

Ghoshal, Satyendranath. *Beginning of Secular Romance in Bengali Literature.* Vol. IX. Visva-Bharati Annals. Santiniketan: Visva-Bharati, 1959.

Hatley, Shaman. "Mapping the Esoteric Body in the Islamic Yoga of Bengal." *History of Religions* 46, no. 4. 2007.

D'Hubert, Thibaut. "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan,", École Pratique des Hautes Études, 2010.

D'Hubert, Thibaut, and Jacques P. Leider. "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan." *In Pelagic Passageways: Dynamic Flows in the Northern Bay of Bengal World Before the Appearance of Nation States,* edited by Rila Mukherjee, 345–379. New Delhi: Primus Books, 2011.

D'Hubert, Thibaut, and Womser, Paul. "Représentations du monde dans le Golfe du Bengale au XVIIe siécle: Ālāol et Rānīrī." *Archipel* 76. 2008.

Irani, Ayesha. "Sacred Biography, Translation, and Conversion: The Nabīvamśa a of Saiyad Sultān and the Making of Bengali Islam, 1600–present." University of Pennsylvania, 2011.

Leider, Jacques. "On Arakanese Territorial Expansion: Origin, Context, Means and Practice." In *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* edited by Jos Gommans and Jacques P. Leider, 127–150. Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002.

Pollock, Sheldon. "Philology, Literature, Translation." In *Translating, Translations, Translators, from India to the West,* edited by Enrica Garzilli, 1:111–127. Harvard Oriental Series Opera Minor. Cambridge, Mass., 1996.

Subrahmanyam, Sanjay. "And a River Runs Through It: The Mrauk-U Kingdom and Its Bay of Bengal Context." In *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* edited by Jacques P. Leider and Jos Gommans, 107–126. Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002.

Tubb, Gary A. *Scholastic Sanskrit : a Handbook for Students.* New York: American Institute of Buddhist Studies, 2007.

Zuber, Roger. Les "*Belles infidèles*" *et la formation du goût classique. Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac.* Paris: A. Colin, 1968.

বাংলা

আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

---, *পদ্মাবতী*, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ও রাজিয়া সুলতানা, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান*, ২ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭-২০০৯।

তরফদার, মমতাজুর রহমান, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১।

বালা, অমৃতলাল, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

---, *পদ্মাবতী সমীক্ষা*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮।

মুহম্মদ জায়সী, *পদ্মাবত*, মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত, ইল্লাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার, ১৯৭৩।

শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

---, "সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ," *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আহমদ কবির (সম্পাদিত), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

---, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।

সুলতানা, রাজিয়া, "শাহ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয়ে সমস্যা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* ৩০, নং ১ (১৩৯৩): ৭১-৮৮।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এ প্রবন্ধের পাঠ মূলত ২০০৯ সালের একটি বক্তৃতার পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে লিখেছি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক দুলাল কান্তি ভৌমিক 'বাংলাদেশ ভাষা সমিতি'তে আমার গবেষণা নিয়ে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ সুযোগ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ভৌমিক এবং ভাষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মনসুর মুসার প্রতি আমি অতি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ আর অসীম ধৈর্যের জন্য সাইমন জাকারিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। আর এ প্রবন্ধখানি পরিমার্জনার কাজে আমার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী মন্দিরা ভাদুড়ী, রোচনা মজুমদার ও দীপেশ চক্রবর্তীকে তাঁদের মূল্যবান সাহায্য প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

–থিবো দুবের

* হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির চিত্র-মানচিত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নির্বাচন ও সংগ্রহ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।